দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... APR. 22 1999
পৃঃ ... কলাম ...

79

পৃথিবীতে এখন চলছে বিজ্ঞানের জয় জয়কার। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে বিজ্ঞান তার উৎকর্ষের অনেকটা প্রান্ত সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। সর্বত্রই আজ ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক সব প্রযুক্তি। শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের প্রচলিত মান্ধাতার আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণাকেই আজ পাল্টে দিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার দিগন্ত আজ পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত। বিভিন্ন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও দূর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এখন যেসব শিক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো হলো রেডিও, টিভি, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট, টেলিফোন, টিউটরিং, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ই-বুক, টেলিটেক্সট, কম্পিউটার-কনফারেন্সিং, ভিডিও টেক্স, টেলিকনফারেন্সিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি। এক্ষেত্রে ভিডিও কনফারেন্সি প্রযুক্তি শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। দিন দিনই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর চাপ বাড়ছে। ফলে শ্রেণীকক্ষে স্থান সংকুলান মুশকিল হয়ে পড়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং প্রযুক্তি এই সমস্যা অনেকটাই সমাধান করে দিয়েছে। এই প্রযুক্তিতে শিক্ষক ও ছাত্র দুজনেই হয়তোবা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করতে পারেন। কিন্তু দু'জনেই টিভি স্ক্রীনে পরস্পরকে দেখতে ও শুনতে পারেন। ফলে প্রচলিত ক্লাস রুম পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার মতোই এখানেও ছাত্র-শিক্ষক মিথস্ক্রিয়া সম্ভব হয়। তবে এক্ষেত্রে একটাই শর্ত সেটি হচ্ছে শিক্ষক ও ছাত্র দুজনকেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পন্ন এক বিশেষ রুমে হাজির হতে হবে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার

শিক্ষার নয়া দিগন্ত

ভিডিও কনফারেন্সি

করে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও একই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও যোগাযোগ রক্ষার্থে এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই পদ্ধতির প্রসারের ফলে বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের যে কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আজ আর শুধু সে দেশের সম্পদ নন। তিনি সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির সম্পদে পরিণত হয়েছেন। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সারা বিশ্বে কয়েকজন মানের শিক্ষক ছাত্রদের যে ধরনের KNOWLEDGE সরবরাহ করতেন, এখন মাত্র কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সেই কাজটি আরও ভালোভাবে করতে পারবেন।

মালয়েশিয়ার MARA INSTITUTE OF TECHNOLOGY গত কয়েক বছর থেকে এ প্রযুক্তি প্রবর্তন করেছে। উক্ত কোম্পানীর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভিডিও কনফারেন্স প্রযুক্তির দক্ষতা শতকরা ৩৪.২ ভাগ। অন্য দিকে মুদ্রিত কোন বইয়ের দক্ষতা শতকরা ৪৭.৪ ভাগ। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশ যেমন–যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ইতি মধ্যেই এ প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজেদের মধ্যে তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের আদান-প্রদান শুরু করেছে। চীন, জাপান, তাইওয়ান ও কোরিয়ার জাতীয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিডিও কনফরেন্স প্রযুক্তির সফল ব্যবহার শুরু হয়েছে। তবে এই প্রযুক্তি পৃথিবীব্যাপী ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সেটি হচ্ছে ভাষাগত সমস্যা। বিশ্বের দেশে দেশে ভাষাগত পার্থক্য থাকার কারণে এই প্রযুক্তিকে এখন পর্যন্ত কার্যকরভাবে globalze করা যাচ্ছে না। তবে তাই বলে বিজ্ঞানীরা হাল ছেড়ে বসে নেই। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, অনুবাদ প্রযুক্তির আরও সম্প্রসারণের মাধ্যমে আগামী শতকের গোড়ার দিকেই ভিডিও কনফারেন্সিং-এ পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মানুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ফলে সমগ্র পৃথিবী এক গ্লোবাল ক্লাসরুমের আওতায় এসে যাবে। বিশ্বের আনাচে-কানাচে এই প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে যাক। এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা। ❑ আবীর আহসান